করেন, তথাপি তাঁহারা অভিমানী হয়েন না। কারণ তাঁহারা পুরুষার্থ সাধনবিষয়ে শ্রীভগবানের নিরুপাধি দীনজনপ্রতি কৃপাকেই সাধকতম বলিয়া মনে করেন। যোগী প্রভৃতির ন্যায় নিজের পুরুষকারকে পুরুষার্থ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির সাধক বলিয়া মনে করেন না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকেই সর্ব্বফলসাধক বলিয়া সুদৃঢ় নিশ্চয় করিয়া থাকেন। এইপ্রকার বিশুদ্ধ ভক্তের জ্ঞান-যোগাদিসাধন করিলে যে ফল লাভ হয়, কেবলমাত্র সেই ফলই লাভ হয়—তাহা নহে, কিন্তু অন্য মহৎ ফলও লাভ হইয়া থাকে— ইহাই উদ্ধব মহাশয় বলিতেছেন—

কিঞ্চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহমৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতট পীড়িত পাদপীঠঃ ॥ ১১।১৯।৪ ॥

"হে অশেষবন্ধো। অর্থাৎ অনন্যশরণ দাসমাত্রের বন্ধু; অথবা অশেষ অর্থাৎ অসুর পর্য্যন্তের মোক্ষাদিদানে নিরুপাধিহিতকারী বন্ধু! যাহারা জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানে বিমুখ, সেই সকল শুদ্ধভক্ত বলি প্রভৃতিকে যে আত্মদান অর্থাৎ নিজের শ্রীবিগ্রহটি তাহাদের অধীন কর, এটি তোমার সম্বন্ধে কিছু বিচিত্র নহে। যেহেতু তোমারই শ্রীমুখের বাণীতে অষ্টাঙ্গ যোগ, আত্ম-অনাত্মবিবেকরূপ সাংখ্য এবং চারিটি বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম আমাকে সাধিতে পারে না—একমাত্র ভক্তিই আমাকে বশীভূত করিতে সমর্থা। "ন সাধয়তি মাং যোগঃ" এই ১১।১৪।২০ শ্লোকে এইরূপই অর্থপ্রকাশ পাইয়াছে। যাহারা জ্ঞান-কর্ম্মাদি সাধনে অনাদর করিয়া একমাত্র বিশুদ্ধ ভক্তিরই আদর করে, তাহাদের জাতিগুণাদি কিছুমাত্র অপেক্ষা তোমার থাকে না। অন্তরঙ্গ লীলাতেও বৃন্দাবনেবিচরণশীল মৃগগণের সহিত যে তুমি সখ্যবিধান করিয়াছ, স্বয়ং কিন্তু শ্রীশিব-ব্রহ্মা প্রভৃতি ঈশ্বরগণের শোভাযুক্ত কিরীটের অগ্রভাগের দ্বারা পূজিত পাদপীঠ। যে মুক্তিটি জ্ঞানযোগাদিসাধনের পরম ফলরূপা, সেই মুক্তিটি দৈত্যপ্রভৃতিকেও দান কর। পাণ্ডবাদির সম্বন্ধে যে তুমি সখ্য, দৌত্য, বীরাসনাদিরূপে অবস্থিত হইয়াছিলে, অকিঞ্চন দাসভক্তগণ সম্বন্ধে সেইরকমই নিজে অধীন হইয়া থাক। অতএব এবম্ভুত তোমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই ভক্তি মুখ্যা—শ্লোকের এইপ্রকার অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইয়াছে।"

এইক্ষণ এইপ্রকার নিষ্কিঞ্চনভাবে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের সেই ভজনের ফলটি বলিতেছেন—